أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/ড়)

www.motaher21.net

وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ

ভালো কাজ পরিত্যাগ করার শপথ করা যাবে না।

Make not excuse your oaths against doing good.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২২৪

وَ لَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَ تَتَّقُوْا وَ تُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

যে শপথের উদ্দেশ্য হয় সৎকাজ, তাকওয়া ও মানব কল্যাণমূলক কাজ থেকে বিরত থাকা, তেমন ধরণের শপথবাক্য উচ্চারণ করার জন্য আল্লাহর নাম ব্যবহার করো না। ২৪৩ আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কথা শুনছেন এবং তিনি সবকিছু জানেন।

২২৪ নং আয়াতের তাফসীর:

ভালো কাজ পরিত্যাগ করার শপথ করা যাবে না

মহান আল্লাহ্ বলেন, তোমরা মহান আল্লাহ্র শপথ করে সাওয়াবের কাজ ও আত্মীয়তার বন্ধন যুক্ত রাখা পরিত্যাগ করো না। যেমন অন্য জায়গায় আছেঃ

وَ لَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْۤا اُولِى الْقُرْبٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ الْمُهٰجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ وَ لْيَعْفُوْا وَ لْيَصْفَحُوْا ؕ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ ﴿يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ﴾

‘তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তদেরকে এবং মহান আল্লাহ্র পথে যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দিবে না; তারা যেন তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে; তোমরা কি চাও না যে, মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? (২৪নংসূরাহ্নূর, আয়াত নং২২)

পাপের কাজে কেউ যদি শপথ করে বসে তাহলে সে যেন শপথ ভেঙ্গে দিয়ে কাফ্ফারা আদায় করে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আমরা সর্বশেষে আগমনকারী, কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরা সবাই আগে গমনকারী। (সহীহুল বুখারী-১১/৫২৬/৬৬২৪, সহীহ মুসলিম-২/২১/৫৮৬) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

وَاللَّهِ لَأَنْ يلجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعطي كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

‘মহান আল্লাহ্র শপথ! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে শপথ করে এবং কাফ্ফারা আদায় করে তা ভঙ্গ না করে এর ওপরেই স্থির থাকে সে বড় পাপী। (ফাতহুল বারী ১২/৪৪১, সহীহ মুসলিম-৩/২৬/১২৭৬, মুসনাদ আহমাদ -২/৩১৭) এই হাদীসটি আরো বহু সনদে অনেক কিতাবে বর্ণিত আছে। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) -ও এই আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ কোন ভালো কাজ না করার ব্যাপারে শপথ করবে না; এরূপ ক্ষেত্রে কাফ্ফারা আদায় করে ভালো কাজ করবে। (তাফসীর তাবারী -৪/৪২২) একই মতামত ব্যক্ত করেছেন মাসরুক (রহঃ) , শা ‘বী (রহঃ) , ইবরাহীম নাখ ‘ঈ (রহঃ) , মুজাহিদ (রহঃ) , তাউস (রহঃ) , সা ‘ঈদ ইবনু যুবাইর (রহঃ) , ‘আতা (রহঃ) , ইকরামাহ (রহঃ) , মাকহুল (রহঃ) , যুহরী (রহঃ) , হাসান বাসরী (রহঃ) , কাতাদাহ (রহঃ) , মুকাতিল ইবনু হিব্বান (রহঃ) , রাবী ‘ ইবনু আনাস (রহঃ) , যাহহাক (রহঃ) , ‘আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখগণ। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ২/৭০০-৭০২) জামহূর ‘উলামার এই উক্তির সমর্থন এই হাদীস দ্বারাও পাওয়া যাচ্ছে যে, আবূ মূসা আশ ‘আরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

إِنِّي وَاللَّهِ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ -لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا.

‘মহান আল্লাহ্‌র শপথ! যদি আমি কোন শপথ করি এবং তা ভেঙ্গে দেয়ার মঙ্গল বুঝতে পারি তাহলে আমি অবশ্যই তা ভেঙ্গে দিবো এবং কাফ্‌ফারা আদায় করবো।’ (সহীহুল বুখারী-৬/২৭২/৩১৩৩, ফাতহুল বারী ১১/৫২৫, সহীহ মুসলিম-৩/৯/১২৭০, মুসনাদ আহমাদ -৪/৪০১)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার ‘আবদুর রহমান ইবনু সামুরাহ (রাঃ) -কে বলেনঃ

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ.

‘হে ‘আবদুর রহমান! সর্দারী, নেতৃত্ব এবং ইমামতির অনুসন্ধান করো না। যদি না চেয়েও তোমাকে তা দেয়া হয় তবে মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাকে সাহায্য করা হবে আর যদি তুমি চেয়ে নাও তবে তোমাকে তার নিকট সমর্পণ করা হবে। যদি তুমি কোন শপথ করে বসো এবং তার বিপক্ষে মঙ্গল দেখতে পাও তবে স্বীয় শপথের কাফ্‌ফারা আদায় করে ঐ সৎ কাজটি করে নাও।’ (সহীহবুখারী-১১/৬১৬/৬৭২২, সহীহ মুসলিম-৩/১৩/১৪৫৬)

সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

‘যদি কোন ব্যক্তি শপথ করে, অতঃপর এটা ছাড়া মঙ্গল কিছু চোখে পড়ে তাহলে কাফ্‌ফারা আদায় করে শপথ ভেঙ্গে দিয়ে ঐ সৎ কাজটি তার করা উচিত। (সহীহ মুসলিম-৩/১২৭২, ১২৭৩/১১-১৪, জামি ‘ তিরমিযী -৪/৯০, ৯১/১৫৩০)

মুসনাদ আহমাদের মধ্যে একটি বর্ণনা রয়েছে যেঃ

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَتَرْكُهَا كَفَّارَتُهَا.

‘যদি কোন ব্যক্তি শপথ করে, অতঃপর এটা ছাড়া মঙ্গল কিছু চোখে পড়ে তাহলে এটা ছেড়ে দেয়াই হচ্ছে এর কাফ্‌ফারা। (হাদীস টি শায। মুসনাদ আহমাদ -২/১৮৫, মুসনাদ আবূ দাউদ আত ত্বায়ালিসী-২৯৯/২২৫৯, সুনান ইবনু মাজাহ-১/৬৮২/২১১১, সুনান আবূ দাউদ-৩/২২৮/৩২৭৪, সুনান বায়হাক্বী-

১০/৩৩, ৩৪। বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীগণ অধিক বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীগণের বিপরীত বর্ণনা করলে বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীগণের বর্ণনাটি কে শায বলে) সুনান আবূ দাউদের মধ্যে রয়েছে যেঃ

،لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا.

‘ঐ জিনিসে ‘নযর’ ও ‘কসম’ নেই যা মানুষের অধিকারে নেই। মহান আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার কার্যেও নেই এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার কাজেও নেই। যে ব্যক্তি এমন কার্যে শপথ করে যাতে পুণ্য নেই, তবে সে যেন শপথ ভেঙ্গে দিয়ে পুণ্যের কাজই করে। আর ঐ শপথকে ছেড়ে দেয়াই হচ্ছে এর কাফ্‌ফারা। (হাদীস টি শায। মুসনাদ আহমাদ -২/১৮৫, মুসনাদ আবূ দাউদ আত ত্বায়ালিসী-২৯৯/২২৫৯, সুনান ইবনু মাজাহ-১/৬৮২/২১১১, সুনান আবূ দাউদ-৩/২২৮/৩২৭৪, সুনান বায়হাক্বী-১০/৩৩, ৩৪) ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেনঃ সমস্ত বিশুদ্ধ হাদীসে এই শব্দ রয়েছে যে, এরূপ শপথের কাফ্‌ফারা দিবে। অন্য একটি হাদীসে এসেছে যে, এই শপথের পূর্ণতা হচ্ছে এই যে, তা ভেঙ্গে দিবে এবং সেটা হতে প্রত্যাবর্তন করবে। (হাদীসটি য ‘ঈফ। তাফসীর তাবারী -৪/৪৪২/৪৪৫৩)

সহীহ হাদীস থেকে জানা যায়,কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম খাওয়ার পর যখন কসম ভেঙে ফেলাই তার জন্য কল্যাণকর বলে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারে তখন তার কসম ভেঙে ফেলা এবং তার কাফ্‌ফারা আদায় করা উচিত। কসম ভাঙার কাফ্‌ফারা হচ্ছে, দশজন মিসকিনকে আহার করানো অথবা তাদের ব্‌স্ত্রদান করা বা একটি দাস মুক্ত করে দেয়া অথবা তিন দিন রোযা রাখা। (সূরা মা-য়েদাহর ৮৯ আয়াত দেখুন)।

মু’মিনেরা আল্লাহ তা‘আলার নামে শপথ করে সৎ ও ভাল কাজ থেকে বিরত থাকবে এমন বিষয় অত্র আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা নিষেধ করেছেন। যেমন এরূপ বলা: আল্লাহ তা‘আলার শপথ আমি তাকে দান করব না, তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখব না। অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(وَلَا يَأْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْٓا اُولِى الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ت وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ث اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ث وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ)

“তোমাদের মধ্যে যারা সম্মান ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা এমন প্রতিজ্ঞা না করে যে, আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা হিজরত করেছে তাদেরকে কিছুই দেবে না। তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে এবং তাদের দোষ-ত্র “টি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (সূরা নূর ২৪:২২)

যদি কেউ ভুলবশত বা রাগবশত এরূপ কসম করে ফেলে তবে তা ভঙ্গ করে কাফফারা দিয়ে দেবে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আল্লাহ তা ‘আলার শপথ, যদি আমি কোন শপথ করি এবং তা ভেঙ্গে দেয়াতে মঙ্গল দেখতে পাই, তাহলে আমি অবশ্যই তা ভেঙ্গে কাফফারা আদায় করে দেই এবং কল্যাণটা গ্রহণ করি। (সহীহ বুখারী হা: ৩১৩৩)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন: আদম সন্তান যার মালিক নয় তার শপথ করতে ও নযর মানতে পারে না এবং আল্লাহ তা ‘আলার অবাধ্যতার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শপথ করতে ও নযর মানতে পারে না। যদি কেউ কোন শপথ করে আর দেখে তার বিপরীতটা উত্তম, তাহলে উত্তমটাই গ্রহণ করবে এবং শপথ ভঙ্গের বিনিময়ে কাফফারা দিয়ে দেবে। (আবূ দাঊদ হা: ৩২৭৪, ইবনু মাযাহ হা: ২১১১, সহীহ)

মুমিনদের জন্য কখনো ভাল কাজ না করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করা উচিত হবে না। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘আমি যখনই কোন কাজের শপথ করি, তারপর তারচেয়ে ভাল কাজ শপথের বিপরীতে দেখতে পাই, তখনি আমি সে শপথ ভেঙ্গে যা ভাল সেটা করি এবং পূর্বকৃত শপথের কাফ্‌ফারা দেই’ । [বুখারীঃ ৩১৩৩, মুসলিমঃ ১৬৪৯]

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. শপথ করে কল্যাণকর কাজ থেকে বিরত থাকা অপছন্দনীয়।

২. আল্লাহ তা ‘আলা শোনেন ও জানেন এ দু’ টি গুণ প্রমাণিত হল।

৩. কেউ কোন বিষয়ে শপথ করার পর যদি তার বিপরীতটা কল্যণকর মনে হয় তাহলে শপথ ভঙ্গ করে কাফফারা দিয়ে কল্যণকর বস্তু গ্রহণ করবে।